বিষয়বস্তুঃ শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম

শা'বান মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৭ শা'বান ১৪৪৪ হিজরী, ১০ মার্চ ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৮৮

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ.

মুহতারম ভাই সকল ! আজ শা'বান মাসের ১৭ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব, শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে।

সর্বপ্রথম আমরা মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলিঃ আল-হামদুলিল্লাহ। কেননা তিনি আমাদেরকে অত্যান্ত ভালোবেসে নিজের সবচেয়ে মনোনীত ও পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের অধিকারী বানিয়েছেন। এ সম্পর্কে আমরা সূরা আল ইমরানের ৩৩ নম্বর আয়াতটি লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

“আল্লাহর নিকটে মনোনীত ধর্ম হল, ইসলাম।” অর্থাৎ ইসলামই হল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও প্রথম ধর্ম। যেটা মানবজাতির জন্য সর্বকালের সর্ব যুগোপযোগী এবং মানবিক।

সম্মানিত বন্ধুগণ ! পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম আছে। কথায় বলে, যত মত তত পথ। একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে মোট ৪৩০০টি ধর্ম আছে। কিন্তু জানার বিষয় হল, কোন ধর্মটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ? প্রত্যেক ধর্মের মানুষরা নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। সুতরাং আমাদেরও দাবি হল, ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটাই স্বাভাবিক। তবে আজ আমরা শান্তি ও মানবতার কোষ্ঠী পাথরে যাচাই করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, আজ আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন কেন হয়েছে জানেন কি ?

কেননা বড় আফসোসের বিষয় হল, অমুসলিমরা তো দূরের কথা, আমাদের কিছু মুসলমান ভায়েরা ঈমানী

দুর্বলতার কারণে এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অমুসলিমদের রটা কথা শুনে শুনে এ কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, ইসলাম নাকি সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয়। আর ইসলামের কিছু বিধান নাকি অমানবিক। এটা তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচয়।

মনে রাখা দরকার, এমন মূর্খ ও দুর্বল ঈমানদারের পরিণতি অবশেষে ওই ছাগল ওয়ালার ঘটনার মত যেন না হয়ে যায়।

ঘটনাঃ এক ব্যক্তি বাজার থেকে একটি ছাগল কিনে বাড়িতে ফিরছিল। পথে চারটি চোর তার ছাগলটিকে হাতানোর জন্য পরিকল্পনা করল। চারজন চারটি মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল। ছাগল মালিকের সঙ্গে একটি মোড়ে প্রথম একজনের দেখা হলে সে বললঃ ভাই সাহেব ! তোমার কুকুরটা কত নিয়েছে ? ছাগল মালিক বললঃ কেন ভাই ! তুমি কি কানা ? দেখতে পাচ্ছ না, এটা কুকুর না ছাগল ?

যাইহোক ছাগল মালিক মনে করল, লোকটি মস্করা করছে। তাই আপন মনে ছাগল নিয়ে এগিয়ে চলল। কিছুদূর

গিয়ে আবার একজনের সঙ্গে দেখা। সে জিজ্ঞেস করল, ওহ ভাই ! তোমার কুকুরটা তো খুব সুন্দর। তা কত টাকা নিয়েছে ? ছাগল মালিক বললঃ কেন ? এটা তো ছাগল দেখতে পাচ্ছ না। কুকুর বলছ কেন ? মস্করা করছ নাকি ? লোকটি এবারও কিছু না মনে করে এগিয়ে চলল। কিন্তু তার মনে খটকা লাগল যে, দুইজন মানুষ একই কথা বলল। ব্যাপারটা কী ? আমি তো ছাগলই কিনে নিয়ে এসেছি। ছাগল মালিক ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল।

আবার কিছুদূর গিয়ে আর একজনের সঙ্গে দেখা হল। সে বললঃ ভাই সাহেব ! একটু দাঁড়ান। এ কুকুরটা কত দিয়ে কিনলেন ? খুব সুন্দর কুকুর তো। এ কথা শুনে ছাগল মালিকের মনে ঘোর সন্দেহের দানা বাঁধল। একবার মানুষটির দিকে তাকায়, আরেকবার ছাগলের দিকে তাকায়। কী করবে ভেবে পায় না।

তবুও এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে চতুর্থজনের সঙ্গে দেখা হল। সে বললঃ ওহ ভাই সাহেব, ওহ ভাই সাহেব ! আপনার কুকুরটা কত নিলো গো ? কুকুরটা তো দেখে মনে

হচ্ছে যেন এক্কেবারে বিলেতি কুকুর। এবার ছাগল মালিক এক্কেবারে বোকা বেনে গেল। অবশেষে চোরেদের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে নিয়ে ছাগলটা ফেলে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেল।

এ ঘটনাটির সূত্র যাই হোক না কেন, তবে এর থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, সঠিক জ্ঞান এবং দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার কারণে শুধুমাত্র লোকেদের কথা শুনে যেমন ছাগল ওয়ালা ছাগল হারাল, তেমনিভাবে অতিবাস্তব কথা হল, কিছু দুর্বল প্রকৃতির মুসলমান ভায়েরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার কারণে ইসলামের চীরশত্রু ইয়াহূদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের কথা শুনে ঈমান হারা হতে চলেছেন। তাই আজ প্রয়োজন বোধ হল, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আমি আগেই বলেছিঃ প্রত্যেক ধর্মের মানুষরা নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে। তাই আজ আমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে এমন একটি দলিলের কোষ্ঠী পাথরে যাচাই করতে চাই, যেটা দলমত নির্বিশেষে সকলের

ঐক্যমতে সর্বজন স্বীকৃত। সেটা হল, যে কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হলে, সেই ধর্মের মানবিক কল্যাণের দিকগুলি লক্ষ্য করা দরকার। তাই আজ আমরা ইসলামের কিছু মানবিক বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ ইসলাম কখনও সন্ত্রাসকে আশ্রয় দেয় না। এ বিষয়ে প্রথমে একটি কথা মনে রাখবেন, ইসলাম শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ হল, আত্মসমর্পণ বা আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ মুসলমান হল সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মানব জাতির মাঝে নয় বরং সকল সৃষ্টির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এক আল্লাহর বন্দেগীর সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছে। অতএব বোঝা গেল, যে ধর্মের মৌলিক অর্থ হল শান্তি, সে ধর্ম কখনও সন্ত্রাসকে আশ্রয় দিতে পারে না।

এবার আসুন ! ইসলাম কখনও সন্ত্রাসকে আশ্রয় দেয় না। তার একটি প্রমাণ হল, ইসলাম ধর্মে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে যেকোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মহাপাপ।

এ সম্পর্কে সূরা মাইদার ৩২ নম্বর আয়াতটি লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

"যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে কোন ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া (অকারণে, অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি একটি জীবনকে রক্ষা করল, সে যেন সকলের জীবন রক্ষা করল।" সুবহানাল্লাহ ! এর চেয়ে মহা শান্তির বাণী আর কী হতে পারে ? এ কথা শুধু আমরা মুসলমানরাই স্বীকার করি না বরং অমুসলিমরাও স্বীকার করেন।

সাম্প্রতিক ২০২২ এর ৩০ নভেম্বরে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৩ মাস পূর্বে ভারতের বিখ্যাত একটি উর্দু পত্রিকা 'রাষ্ট্রীয় সাহারা'তে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, দিল্লিতে 'ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে উলামাদের অবদান' নামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে বরেণ্য উলামায়ে কিরামগণ এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারাও শরীক হয়েছিলেন।

ওই সেমিনারে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা মিস্টার অজিত দোভাল। তিনি নিজের বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেনঃ ইসলাম নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম। যে ধর্মে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা মানে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করা, সে ধর্ম কখনও সন্ত্রাসের শিক্ষা দিতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের তকমা লাগানো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি গভীর চক্রান্ত।

যাইহোক বর্তমান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টার মুখ থেকে এ কথা বের হওয়া মানে একটি মস্তবড় সার্টিফিকেট। তবে কথায় বলে, আপনার ব্যবহারে আপনার পরিচয়। তাই অন্য ধর্মের লোকেরা কী বলল না বলল, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। বরং দেখার বিষয় হল, নিজেদের জীবনে ইসলাম কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ ইসলামে পশু-পাখিরাও নিরাপদ। এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি হাদীস লক্ষ্য করি।

(১) সুনানে আবূ দাঊদের ২৫৪৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, “একবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন, যার পেট পিঠের সাথে লেগে আছে। অর্থাৎ উটটি খুবই রোগা-পাতলা ও ভীষণ ক্ষুধার্ত। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটি দেখে বললেনঃ اِتَّقُوْا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ “চতুস্পদ বোবা প্রাণীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।” অর্থাৎ তাদের সাথে এমন অমানবিক আচরণ করো না।

(২) সুনানে আবূ দাঊদের ৫২৬৮ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমরা একবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে একটি সফরে ছিলাম। নবীজি প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাতে গেলেন। এদিকে আমরা ঝোপের মধ্যে একটি বাসায় একটি বুলবুলি পাখি ও তার দু’টি ছানা দেখতে পেলাম। আমরা বাসা থেকে মা পাখিকে উড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা দু’টিকে পেড়ে নিয়ে আসলাম। আর মা পাখি বাচ্চা দু’টির জন্য কিচির-মিচির করতে লাগল। এমতাবস্থায় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে বললেনঃ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا "কে এই মা পাখিকে কষ্ট দিয়েছে ? এখুনি এর বাচ্চাকে এর বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে এসো। অনুরূপভাবে একবার দেখলেন যে, একটি পিঁপড়ের চাককে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীজি এটা দেখে বললেনঃ আগুনের শাস্তি আগুনের মালিক ছাড়া কেউ দিতে পারে না।" অর্থাৎ পিঁপড়ে অথবা কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে পোড়ান নিষেধ। মাশা-আল্লাহ ! এখান থেকে বুঝে নেওয়া উচিৎ যে, যে ধর্মে পিপিলিকা পর্যন্ত নিরাপদ সে ধর্ম কখনও অশান্তির শিক্ষা দিতে পারে না।

(৩) সহীহ বুখারীর ৩৩২১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যা নারীকে একটি পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য তার জিন্দেগীর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে জান্নাতে দিয়ে দিলেন।" সুবহানাল্লাহ !

(৪) পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীর ৩৩১৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক ইবাদতগুযার মহিলা একটি

বিড়ালকে বেঁধে রেখে তাকে খেতে পান করতে না দেওয়ার কারণে মারা যায়। যার ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।”

এ সমস্ত ঘটনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয় যে, যে ধর্মের মধ্যে প্রাণীদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম সে ধর্ম কখনও অমানবিক হতে পারে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ ইসলাম সকলের প্রতি দয়াশীল। অর্থাৎ ইসলাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল বাসিন্দাদের প্রতি দয়া করার শিক্ষা দেয়।

এ বিষয়ে একটি হাদীস লক্ষ্য করুন। সুনানে তিরমিযীর ১৯২৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, দয়ার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

“যারা দয়াশীল তাদের উপর পরম দয়ালু আল্লাহ পাক দয়া করেন। অতএব, তোমরা পৃথিবী বাসীদের উপর দয়া কর, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন।”

চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ ইসলামে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ২৯ নম্বর আয়াত লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ কর না।" হ্যাঁ, তবে আপোষের সন্তুষ্টিতে ব্যবসা সূত্রে তা ভক্ষণ করতে পার।"

পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ ইসলামে অন্য ধর্মের উপাস্যদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ। এ সম্পর্কে কুরআন করীমের সূরা আনআমের ১০৮ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"তোমরা ওই সমস্ত উপাস্যদেরকে মন্দ বলো না, যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করে। তাহলে তারাও শত্রুতার ফলে অজ্ঞতাবশরে আল্লাহকে মন্দ বলবে।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, অন্য ধর্মের উপাস্যদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ ইসলামে যে কোন ব্যক্তিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা নিষেধ। সূরা হুজুরাতের ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

“হে ঈমানদারগণ ! এক শ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীর মানুষের যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। হতে পারে ওরা এদের থেকে উত্তম।’

সপ্তম বৈশিষ্ট্যঃ ইসলাম ধর্মে সরকারি সম্পদে দুর্নীতি নিষিদ্ধ।

এ সম্পর্কে সূরা আল ইমরান ১৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

“দুর্নীতি করা নবীদের শোভা নয়। যে ব্যক্তি দুর্নীতি করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন দুর্নীতির মাল নিয়ে হাযির হবে।” আজ থেকে প্রায় ১০ বছর পূর্বে একটি পত্রিকায় একজন ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজিবির মন্তব্য লেখা হয়েছিল যে, ইসলামের দুশমনরা বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামকে সর্বদা

বদনাম করার চেষ্টা করে কেন ? কেননা যদি পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম হয়ে যায়, তাহলে আর দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করতে পারবে না। বোঝা গেল, ইসলাম দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার কথা বলে।

নবম বৈশিষ্ট্যঃ ইসলামে সকলের জন্য সমান অধিকার। অর্থাৎ উচ্চবংশের লোকেদের জন্য একরকম আইন, আর নিম্নবংশের লোকেদের জন্য আরেক রকম আইন। অনুরূপভাবে নিজের লোকদেরকে আইনের আওতা থেকে বাচানো, আর অন্যদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা। এটা ইসলামের নীতি নয়। ইসলামের নীতি হল, আপন হোক কিংবা পর সকলকে সম দৃষ্টিতে দেখা। এ সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা লক্ষ্য করি।

ঘটনাঃ ঘটনাটি সহীহ বুখারীর ৬৭৮৮ নম্বর হাদীসে আম্মাজান আইশা সিদ্দীকা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ মাখযূম গোত্রের এক মহিলার চুরির ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকেরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। ঘটনাটি

সহীহ বুখারীতে একটু সংক্ষিপ্ত আছে। অন্য রেওয়ায়েতে একটু বিস্তারিত লেখা আছে।

ঘটনাটি ঘটে সন ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর। মক্কা বিজয়ের পর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। ওই সময় কুরাইশ বংশের বনূ মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। বিষয়টি নিয়ে নবীজির কাছে মুকাদ্দামা দায়ের করা হল। নবীজি ইসলামী শাসনতন্ত্র মহিলার হাত কাটার আদেশ জারি করলেন। কিন্তু এই শাস্তি যদি কুরাইশ বংশের ওই মহিলার উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কুরাইশদের নাক কাটা যাবে। অর্থাৎ তাদের জন্য এটি একটি অসম্মানের ব্যাপার হবে। তাই তারা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ল যে, কীভাবে এ আদেশকে আটকানো যায়। তারা বললঃ কে আছে যে নবীজির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে পারবে ? সকলেই বললঃ একজনই পারবে। সে হল, উসামা বিন যাইদ। যিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালিত পুত্রের ছেলে ছিলেন এবং নবীজির কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন।

কুরাইশ বংশের লোকেরা উসামাকে বলার সাথে সাথে তিনি গিয়ে নবীজির সঙ্গে এ বিষয়ে সুফারিশ করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামার কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন এবং বললেনঃ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি সম্পরকে সুফারিশ করছ ? অতঃপর নবীজি মসজিদে হারামে হাযির হয়ে বয়ান করলেন। বললেনঃ হে মানবজাতি ! তোমাদের পূর্বসূরিরা এভাবেই গোমরাহ হয়েছে। তাদের মধ্যে যখন কোন ভদ্র ব্যক্তি চুরি করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল শ্রেণীর মানুষ চুরি করত, তখন শাস্তি প্রয়োগ করত। অতঃপর নবীজি বললেনঃ "আল্লাহর কসম খেয়ে বলছিঃ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا "যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা চুরি করে, তাহলে আমি মুহাম্মাদ ও তার হাত কাটব।" সুবহানাল্লাহ একেই বলে ইসলাম ধর্ম। যে ধর্মেতে সকলের জন্য সমান আইন।

দশম বৈশিষ্ট্যঃ ইসলামে বর্ণ বিদ্বেষের ভেদাভেদ নেই। অর্থাৎ কিবা রাজা কিবা প্রজা, কিবা শ্বেতাঙ্গ কিবা কৃষ্ণাঙ্গ।

ইসলামে বর্ণ ও জাত-পাতের কোন ভেদাভেদ নেই। রাজা এবং তাঁর একজন নগণ্য প্রজা, মালিক এবং তার গোলাম, তেমনিভাবে কাল এবং ফর্সা সকল মানুষ একই মসজিদে এবং একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে। আহ ! এরচেয়ে সুন্দর সাম্যতা কোথায় আছে ?

এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণের একটি অংশ মনে পড়ে যায়। হযরত জাবির (রযি) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বিদায় হজ্জের ভাষণে) বলেছিলেনঃ "হে মানবজাতি ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা এক এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। অতএব তোমরা একটি কথা গুরুত্ব দিয়ে মনে রেখ, "আরবদের জন্য অনারবদের উপর কোন ফযীলত নেই। অনারবদের জন্য আরবদের উপর কোন ফযীলত নেই। লাল বর্ণের মানুষের জন্য কাল বর্ণের মানুষের উপর কোন ফযীলত নেই। অনুরূপভাবে কাল বর্ণের মানুষের জন্য লাল বর্ণের মানুষের কোন ফযীলত নেই। ইসলামে ফযীলত শুধু তাকোয়া অর্থাৎ

খোদা ভীরুতার ভিত্তিতে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি বেশি পরহেযগার।” এ পর্যন্ত হাদীস শেষ। হাদিসটি ইমাম বাইহাকীর শুআবুল ঈমানের ৫১৩৭ নম্বর হাদীস।

ঈমানদার ভাই সকল ! সময় খুবই সংক্ষেপ। এই কয়েকটি বৈশিষ্ট তুলে ধরলাম। নতুবা ইসলামের মানবিক বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। পরিশেষে একটি কথা মনে রাখবেন, ইসলামের দোষ-ত্রুটি সন্ধানের জন্য ইসলাম দুশমনরা যত বেশি ইসলামকে নিয়ে ঘাটা ঘাটি করেছে, তত বেশি তারা ইসলামের নিকটবর্তি হতে বাধ্য হয়েছে। সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা আমেরিকার এক বিখ্যাত খৃষ্টান পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেখেছি। তার নাম হল, হিলারিয়ন হেগী। তিনি খৃষ্টান ধর্মের একজন শীর্ষস্থানীয় পোপ ছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে বহু গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন। ইসলাম ধর্মের দোষ-ত্রুটিগুলি গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি বহু বছর ইসলামকে অধ্যায়ন করেছেন। অবশেষে দোষ-ত্রুটি তো দূরের কথা,

বরং যত বেশি অধ্যায়ন করেছেন তত বেশি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। নিজেই একথা স্বীকার করে অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। সুবহানাল্লাহ ! বর্তমান তার ইসলাম গ্রহণে গোটা পশ্চিমা দেশ তোলপাড়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল